মহাপ্রয়াণে বিশ্ব সাঁতারু ব্রজেন দাস

আমাদের বিক্রমপুর

ইয়াদী মাহমুদ ঃ ব্রজেন দাস। নামই যার ইতিহাস। নদীমাত্রিক দ্যুতি নিয়ে জন্মেছেন উত্তাল তরঙ্গ বিজয়ী অভিযাত্রী সাঁতারু ব্রজেন দাস। জয়ের নেশা তাকে পেয়ে বসে। একাধিক বিশ্ব রেকর্ড করে তিনি প্রমাণ করলেন বাঙালি সাঁতারে কতটা পটু। এই মূহুর্তে তাঁকে নিয়ে আমরা গর্ব করতে পারি তাঁর মতো রেকর্ড বিশ্বে আর কারো নেই। আজ বিশ্ববিখ্যাত সাঁতারু ব্রজেন দাস আর নেই। গত পহেলা জুন তিনি পরলোক গমণ করেছেন। সম্প্রতি ভীষণ অসুস্থ হয়ে পড়ায় তিনি কলকাতার এক হাসপাতালে ভর্তি হন। সেখানেই তাঁর মৃত্যু ঘটে। একাত্তর বছর বয়সে মারা গেলেন। রেখে গেছেন এক মেয়ে ছেলে জয় আর প্রিয়তমা স্ত্রী আর অসংখ্য শুভার্থী। তিনি দূরারোগ্য ক্যানসার রোগে ভুগছিলেন। বিশ্ব সাঁতারু ব্রজেন দাস ১৯২৭ সালের ৯ ডিসেম্বর বিক্রমপুর কুচিয়ামোড়া গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। তিনি আজ সারা বিশ্বের বিস্ময়। আমাদের বিক্রমপুরের গর্ব, মাথার তাজ। ১৯৫৮ প্রথম বার উত্তাল ইংলিশ চ্যানেল অতিক্রম করে রেকর্ড সৃষ্টি করেন। এই অকুতোভয় সাঁতারু পর পর ছ'বার ইংলিশ চ্যানেল বিজয় করেন। তাঁর স্ত্রীর কাছে জানা গেছে তিনি মৃত্যুর আগে প্রচণ্ড মানসিক চাপে ভুগতেন ষাটোর্ধ বয়সে আরেকবার ইংলিশ চ্যানেল পাড়ি দিতে। চেষ্টাও করেছিলেন সপ্তমবার কিন্তু না, শরীর ভারী হয়ে উঠেছে ততদিনে; আর সেই থেকে জন্ম নেয় টেনশন, এই টেনশন থেকেই উচ্চ রক্তচাপ ও অন্যান্য ব্যাধি। অথচ তিনি ছিলেন দিব্যি সুস্থ, সুস্বাস্থ্যের অধিকারী। তার ছিল দুর্দমনীয় স্পৃহা, জলজয়ের দূরন্ত স্পিরিট। তরঙ্গ বিক্ষুব্ধ উর্মীমালা সাঁতারে পার হয়ে স্বল্পতম সময়ে ইংলিশ চ্যানেল অতিক্রমের যে ইতিহাস, যে সব বিশ্ব রেকর্ড তিনি সৃষ্টি করেছেন তা আবার নিজেই ভেঙ্গে এগিয়ে গেছেন। যা আর অদূর ভবিষ্যতে হবে কিনা সময়ই একমাত্র তা বলতে পারে। ১৯৫৮ সালে ছ'বার চ্যানেল বিজয়ী হিসেবে নাম ওঠে ১৯৬১ সালের গিনেস বুক অফ ওয়ার্ল্ড রেকর্ডে। ১৯৫৯ আন্তর্জাতিক দীর্ঘ পাল্লার সাঁতারে তাক লাগিয়ে দেন সমগ্র ইউরোপবাসীকে। তৎকালীন পাক সরকার তাঁকে যৎকিঞ্চিৎ পুরস্কারে ভূষিত করলেও হিন্দু বলে তা তেমন গুরুত্ব পায়নি। কিন্তু বাংলাদেশ আমলে তিনি কি পেলেন ? আজ আমাদের তা খতিয়ে দেখতে হবে কেন এই অবহেলা ? ক্রীড়াক্ষেত্রে তার মত অবস্থানের মানুষ দেশ ও রাষ্ট্রের কাছে পায়নি বেঁচে থাকবার নূন্যতম আনুকূল্য। তাই অভিমানে, রাগে ক্ষোভে চলে গেছেন ভারতে। শোনা গিয়েছিল ওখানে স্থায়ীভাবে বসবাসের জন্য বাড়ীও কিনেছিলেন। দীর্ঘ দিন পরে অবশেষে ১৯৭৬ সালে তাঁকে বিশ্ব সাঁতারে অসামান্য অবদানের জন্য জাতীয় পুরস্কারে ভূষিত করেন বাংলাদেশ সরকার। ভীষণ রোগশয্যায় তাঁকে বাংলাদেশ সরকার পক্ষ থেকে সামান্য অর্থ সাহায্য দেওয়া হয় তা সত্যিই আমাদের জন্য দুঃখজনক। তাতেও শেষ রক্ষা হয়নি। ভাল চিকিৎসার জন্য তাঁকে চলে যেতে হয় ওপারে। এরপর বলতে হয় বাংলাদেশের স্বকৃতির বহু আগেই যুক্তরাজ্যের সুইমিং এ্যাসোসিয়েশন তাঁকে 'প্রাইড অফ পারফরমেন্স' এবং পরে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ব্লু প্রদান করে। তিনি ছিলেন যুক্তরাজ্যের সুইমিং এ্যাসোসিয়েশনের সম্মানিত সদস্য রয়েল লাইফ সেভিং সোসাইটির আজীবন সদস্য। বিশ্ব দূরপাল্লার সাঁতারু এ্যাসোসিয়েশনের সভাপতি এবং সর্বশেষে বাংলাদেশ সাঁতার ফেড়ারেশনের সাধারণ-সম্পাদক।

শেষকৃত্য পালনের জন্য তাঁর মরদেহ গ্রহণ করে দেশের উচ্চ পর্যায়ে সকল শ্রেণীর ক্রীড়াবিদ, ক্রীড়ামন্ত্রী ও মাতৃভূমির শোকাকুল কোটি কোটি মানুষ।

সারা বিশ্বের বিভিন্ন সংবাদমাধ্যমে তাঁর মৃত্যুর খবর দ্রুত ছড়িয়ে পড়ে। আসতে থাকে বিভিন্ন দেশ থেকে শোকবার্তা। প্রকৃতপক্ষে ক্রীড়াক্ষেত্রে তিনিই বাঙালীর আকুতোভয় মনোবৃত্তির সর্বোচ্চ স্কেলে অবস্থান নিয়েছিলেন। তাঁর মৃত্যুতে দেশ হারিয়েছে তার কৃতী সন্তান, বিশ্ব হারিয়েছে একজন বিস্ময়কর দারুণ অভিযাত্রীকে। রাষ্ট্রপতি সাহাবুদ্দিন আহমেদ এবং প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা তাঁর মৃত্যুতে গভীর শোক প্রকাশ করেছেন।

তাঁর মৃত্যুতে দেশের ক্রীড়াঙ্গনে অপূরণীয় শূন্যতা সৃষ্টি হয়েছে তা তারা শোকবাণীতে লিখেছেন। নিষ্ঠা; সাহস এবং অধ্যাবসায় থাকলে মানুষ যে অসাধ্য সাধন করতে পারে, ব্রজেন দাসের কর্মময় জীবন তাঁর উজ্জ্বল প্রমাণ। তাঁর কারণেই দেশের তরুণ প্রজন্মের কাছে সাঁতার একটি আকর্ষণীয় মাধ্যম হয়ে উঠেছে। তাঁকে মনে রেখে মডেল করে আমাদের ক্রীড়াবিদরা মনোবল পেতেন এ মন্তব্য একজন জাতীয় সাঁতারুর।

একজন খাঁটি দেশপ্রেমিক ব্রজেন দাস তাঁর জীবিত অবস্থায়ই ছিলেন জীবন্ত কিংবদন্তি।

যুক্তরাজ্য চ্যানেল সুইমিং এসোসিয়েশন তাকে 'কিং অব চ্যানেল' সম্মানে ভূষিত করেন ১৯৮৬ সালে। দেশে ১৯৫৭ সালে ঢাকা স্টেডিয়াম সংলগ্ন সুইমিং পুলে দীর্ঘ সময় সাঁতার ও ঢাকা থেকে চাঁদপুর পর্যন্ত লম্বা সাঁতার কেটে আলোড়ন তুলেছিলেন । গত

৩ জুন বুধবার তাঁর মরদেহ দাহ করার পর ছাইভস্ম ভাসিয়ে দেয়া হয় বুড়িগঙ্গার জলে – যে নদীতে তিনি, সাঁতার কেটেছিলেন শৈশবে। বিশ্ব সাঁতারু ব্রজেন দাস বেঁচে রইলেন বুকের মাঝে, মস্তিষ্কের স্মৃতি কোঠায়, বইয়ের পাতায় পাতায়।

কলকাতা থেকে বিমানে করে সন্ধ্যা সোয়া ছ'টায় তার মরদেহ ঢাকায় আনা হয়। এ সময় বিমানবন্দরে উপস্থিত ছিলেন তথ্য প্রতিমন্ত্রী অধ্যাপক আবু সাইয়িদ, ক্রীড়া ও সংস্কৃতি প্রতিমন্ত্রী ওবায়দুল কাদের, সুইমিং ফেডারেশনের সভাপতি রিয়াল এডমিয়াল নূরুল ইসলাম, জাতীয় সুইমিং ফেডারেশনের সাধারণ সম্পাদক মোশারফ হোসেন প্রমুখ।

বিমান বন্দর থেকে সরাসরি মিরপুর সুইমিং কমপ্লেক্সে আনার পর ক্রীড়াবিদ কর্মকর্তা ও সাধারণ জনগণ শেষ শ্রদ্ধা নিবেদন করেন। এরপর জাতীয় প্রেসক্লাবে, জাতীয় ক্রীড়া পরিষদে আনা হয়। এখানে শ্রদ্ধা জ্ঞাপন করেন ক্রীড়া প্রতিমন্ত্রী বিওএ'র সহসভাপতি কর্নেল (অবঃ) ফারুক খান এম. পি, বিসিবির সাধারণ সম্পাদক সৈয়দ আশরাফুল হক, বডি বিল্ডিং ফেডারেশনের সাধারণ সম্পাদক উইং কামাণ্ডার মহিউদ্দিন আহমেদসহ বহু গণ্যমান্য ব্যক্তি।

মরদেহ নেয়া হয় লোকনাথ আশ্রমে। সমস্ত আনুষ্ঠানিকতা শেষে লাশ পোস্তগোলা শ্মশানঘাটে দাহ করে তার শেষকৃত্য অনুষ্ঠিত হয়। এ সময় সাঁতার ফেডারেশনের উর্ধ্বতন কর্মকর্তাদের সঙ্গে আরও উপস্থিত ছিলেন ব্রজেন দাসের স্ত্রী ছন্দা দাস, জামাতা ডা; সঞ্জয় পাল ও একমাত্র পুত্র জয়।

আজ তাঁরই মূল্যায়ণ করতে হলে চাই বিক্রমপুরের সাঁতারুদের সাঁতারে আরো বেশী অংশগ্রহণ বেশী অবদান। আমাদের বিক্রমপুর পত্রিকা তাঁর স্মৃতিকে গুরুত্ব দিয়ে ডাক টিকিট প্রকাশের দাবী জানায়। মুন্সিগঞ্জ-বিক্রমপুর সমিতিসহ অনেক জাতীয় সংগঠন তার শোক প্রকাশে শরীক হন তারা নির্মিত ধরেশ্বরী সেতুকে ব্রজেন দাসের নামে নামকরণের দাবী জানান। আমরাও গভীরভাবে শোকাহত। তাঁর অম্লান স্মৃতিকে ধরে রাখতে জাতীয় সুইমিং পুলের নাম ব্রজেন দাস সুইমিং পুল রাখার দাবী আজ তীব্র দহন বাড়ায়। আমাদের দাঁড়াতে হবে পরবর্তী পতাকা হাতে রিলেতে প্রজন্ম যেন বুকে হাত দিয়ে একথা বলতে পারে আমরা ব্রজেন দাসের উত্তরসূরী – আমরাও পাড়ি দেবো সাগর মহাসাগর।